জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

◆ প্রথম সংখ্যা ◆ জানুয়ারী-মার্চ ২০০৯

ভাইস চ্যান্সেলর-এর বাণী

অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা' নামে এই প্রথম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পুরানো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ নবগঠিত বিকাশমান এ বিশ্ববিদ্যালয়টি তার স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০০৫ সনের ২৮নং আইনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী সরকারী জগন্নাথ কলেজটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং ২০০৫ সনের ২০ অক্টোবর একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

বিলুপ্ত সরকারি জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ একাডেমিক কর্মকান্ড যেমন- একাডেমিক ও প্রশাসনিক, শিক্ষক নিয়োগ, লাইব্রেরী উন্নয়ন, ছাত্র/ছাত্রী হল নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বই-পুস্তক ও জার্নাল সংগ্রহ, উচ্চতর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মকান্ডে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীরা দেশের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি অনুষদে ২৫টি বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪,৬৮৮।

শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্রীড়া ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডের পরিচিতি প্রদানের জন্য 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা' অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমার বিশ্বাস, এ ধরনের বার্তা প্রকাশের প্রয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিচিতি প্রতিফলনের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল স্মারক হয়ে থাকবে। বার্তাটির পৃষ্ঠপোষক, প্রকাশক, সম্পাদনা পর্ষদ, ডীন, চেয়ারম্যানগণ, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা' নিয়মিত প্রকাশনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত প্রসারিত হবে ও ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে।

অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ
ভাইস-চ্যান্সেলর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ট্রেজারার-এর বাণী

অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর

'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা নামে একটি ত্রৈমাসিক বার্তা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই বিকাশমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবতীয় সংবাদ ও প্রতিবেদন সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা প্রকাশ অত্যন্ত জরুরী বিধায় বার্তা প্রকাশের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা' প্রকাশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে কাজটি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কঠোর পরিশ্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে বার্তাটি নিয়মিত প্রকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর
ট্রেজারার
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশাসনিক ভবন

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি

অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০০৫ সনের ২৮নং আইনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ সরকারি কলেজটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং ২০০৫ সনের ২০ অক্টোবর একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ তারিখে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান (অধ্যাপক, অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)- এর নিয়োগের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে-এর কার্যক্রম শুরু হয়। বিলুপ্ত সরকারি জগন্নাথ কলেজ ক্যাম্পাসের ১১.১১ একর (প্রায়) জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত।

১৮৬৮ সালে জগন্নাথ রায় চৌধুরী বর্তমান ক্যাম্পাসে 'জগন্নাথ স্কুল' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর এর খ্যাতি ও প্রসারে অনুপ্রাণিত হয়ে জগন্নাথ রায় চৌধুরীর পুত্র কিশোরী লাল রায় চৌধুরী ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এটিকে কলেজে রূপান্তর করেন। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৮৮৪ সালে জগন্নাথ স্কুলকে 'ঢাকা জগন্নাথ কলেজ'-এ উন্নীত করা হয়। ভারত উপমহাদেশে যে কয়টি বড় কলেজ স্বীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য সুপরিচিত, বাংলাদেশে সরকারি জগন্নাথ কলেজ ছিল তার মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীতে ১৮৮৭ সালে শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে স্কুল ও কলেজ শাখা পৃথক হয়ে যায়। তখন স্কুলের নাম হয় 'কিশোরী লাল জুবিলী স্কুল' (বর্তমানে কে.এল.জুবিলী স্কুল)।

১৯২০ সালে Indian Legislative Council "Jagannath College Act" আইন পাস করে নথিভুক্ত করে। ১৯২০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ট্রাস্টি বোর্ডের অবসান ঘটে এবং অ্যাক্ট-১৬, ১৯২০-এর আওতায় জগন্নাথ কলেজের সমস্ত সম্পত্তি, দায়দেনার ভার স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলেজটিতে স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ হয়ে যায় এবং এটি 'জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' নামে প্রতিষ্ঠা পায়। এর ২৮ বছর পর ১৯৪৯ সালে পুনরায় স্নাতক পাঠ্যক্রম শুরু হয়।

১৯৬৮ সালে জগন্নাথ কলেজকে সরকারি কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে এখানে সম্মান ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু হয়। পরে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এ রূপান্তর করা হয়। ১৯৮২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি জগন্নাথ কলেজ-এর শিক্ষা কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়।

১৯৯৫ সালের ২ নভেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কলেজ ক্যাম্পাসে এসে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সনের ২০ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে।

বিলুপ্ত সরকারি জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ একাডেমিক কর্মকান্ড যেমন- একাডেমিক ও প্রশাসনিক, লাইব্রেরী উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, বই-পুস্তক ও জার্নাল সংগ্রহ, উচ্চতর গবেষণা, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র হল নির্মাণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মকান্ডে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে।

ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে Computerized System-এ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫ অনুযায়ী ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল বিভাগে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ২০-তলা নতুন ভবনের ৭ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং সেখানে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলছে।

২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি অনুষদে ২৫টি বিভাগ রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪,৬৮৮। শিক্ষক সংখ্যা ৩৫৯ জন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মানচিত্র

অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ২৫ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে চার বছরের জন্য উক্ত পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। যোগদানের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অবস্থিত শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন এবং ভাষা শহীদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্ত-কর্মচারী নবনিযুক্ত উপাচার্য মহোদয়কে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান। এ সময় সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিককেও ফুল দিয়ে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ট্রেজারার, ডীনগণ, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ, প্রক্টর, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ১৯৪৭ সালে কুমিল্লায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার নবাবপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে ম্যাট্রিকুলেশন ও ঐতিহ্যবাহী ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে কৃতিত্বের সাথে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে সম্মান ডিগ্রী ও ১৯৬৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব কেন্ট অ্যাট ক্যান্ট্যাবেরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭৯-৮০ সালে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার এবং ১৯৭৯-৮৬ সালে যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরেট ফেলো হিসাবে কাজ করেন। ১৯৮৬ সালে যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ১৯৯১-৯২ সালে ইউনিভার্সিটি অব ক্যান্ট্যাবেরি ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৯-০২ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডীনের এবং ১৯৯৭-০২ পর্যন্ত তিনি কবি জসিমউদ্দিন হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে শিক্ষক সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৯৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য পদে বহাল আছেন। বর্তমানে তিনি সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স ট্রিয়েস্ট, ইটালী'র সিনিয়র অ্যাসোসিয়েটেট মেম্বার। তাঁর প্রায় একশত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র রয়েছে। এছাড়াও দেশী-বিদেশী অর্ধশতাধিক সেমিনার/কর্মশালায় তিনি যোগদান করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্য থেকে ১৯৭৯-৮০-তে নাফিল্ড ফাউন্ডেশন ভিজিটিং ফেলোশিপ, ১৯৯১-৯২-এ রয়েল সোসাইটি ডেভোলপিং কান্ট্রি ফেলোশিপ লাভ করেন।

তিনি ইটালির আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান সাহায্যপুষ্ট ভারত, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশ সমন্বিত আঞ্চলিক গবেষণা প্রকল্পের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন। অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ একাডেমি অব সাইন্সের একজন ফেলো ও কাউন্সিল সদস্য।

অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর-এর ট্রেজারার পদে যোগদান

২৬ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ট্রেজারার হিসেবে যোগদান করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে চার বছরের জন্য উক্ত পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। যোগদানের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অবস্থিত শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পন করেন ও শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এরপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নবনিযুক্ত ট্রেজারার মহোদয়কে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদসহ ডীনগণ, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ, প্রক্টর, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর ১৯৬৪ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার কমলাকান্তপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুলনার সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে ১ম বিভাগে এস.এস.সি এবং সরকারী বিএল কলেজ থেকে ১৯৮২ সালে ১ম বিভাগে এইচ.এস.সি পাস করেন। অধ্যাপক জাহাঙ্গীর ১৯৮৫ সালে (অনুষ্ঠিত ১৯৮৮) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে সম্মান ডিগ্রী অর্জন করেন এবং একই বিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে (অনুষ্ঠিত ১৯৯০) ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে মাস্টার্স ডিগ্রী করেন। ১৯৯০ সালে তিনি কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি ভারত সরকারের আই.সি.সি.আর বৃত্তি নিয়ে ভারতের ঐতিহ্যবাহী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০০২ সালে তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। ২০০৮ সালের ২২শে জুন তারিখে তিনি লিয়েন ছুটি নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং আগস্ট মাস থেকে তিনি বিভাগীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব এবং ২০০৪ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত তিনি ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডীনের দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদ্দাম হোসেন হলের হাউস টিউটর ছাড়াও শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের কয়েক মেয়াদে সদস্য পদে নির্বাচিত হন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের জন্য গ্রেডিং পদ্ধতিসম্বলিত একাডেমিক অর্ডিন্যান্স, ছুটি বিধি প্রণয়নসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগদানের পর একাডেমিক রুলস্ এন্ড রেগুলেশন্স প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে এবং হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের একাডেমিক ও প্রশাসনিক মান উন্নয়নে তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যমত সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। এযাবৎ দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন জার্নালে তাঁর ২২টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

একাডেমিক ভবন

উপাচার্য মহোদয়গণের মেয়াদকাল

নং	নাম	মেয়াদকাল
১।	অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান	০৮-০২-২০০৬ হতে ২৬-০৭-২০০৮ পর্যন্ত
২।	অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক (ভারপ্রাপ্ত)	২৬-০৭-২০০৮ হতে ২৬-১০-২০০৮ পর্যন্ত
৩।	অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক	২৬-১০-২০০৮ হতে ২৫-০২-২০০৯ পর্যন্ত
৪।	অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ	২৫-০২-২০০৯ হতে অদ্যাবধি

ট্রেজারার মহোদয়গণের মেয়াদকাল

নং	নাম	মেয়াদকাল
১।	অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক	০৪-০৫-২০০৬ হতে ২৫-১০-২০০৮ পর্যন্ত
২।	অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	২৬-১০-২০০৮ হতে ২৫-০২-২০০৯ পর্যন্ত
৩।	অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর	২৬-০২-২০০৯ হতে অদ্যাবধি

রেজিস্ট্রার মহোদয়গণের মেয়াদকাল

নং	নাম	মেয়াদকাল
১।	জনাব নাসরীন বেগম (ভারপ্রাপ্ত)	২০-১০-২০০৫ হতে ১০-০৫-২০০৭ পর্যন্ত
২।	অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক (ভারপ্রাপ্ত)	১০-০৫-২০০৭ হতে ২৮-০৮-২০০৭ পর্যন্ত
৩।	অধ্যাপক ফরিদা রহমান	২৮-০৮-২০০৭ হতে অদ্যাবধি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতিতে ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ হতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু এবং তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি অনুষদের অধীনে থাকা ২২টি (বর্তমানে ২৫টি) বিভাগের জন্যই সেমিস্টার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম চলতে থাকে। ১৪ ফেব্রুয়ারি একাডেমিক কাউন্সিলের ৫ম সভায় এই বিধিমালা অনুমোদন ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি সিন্ডিকেটের ২২তম সভায় তা চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। সুসমন্বিত এই পূর্ণাঙ্গ সেমিস্টার রুলস এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

- ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ও প্রমোশন হবে সেমিস্টার ভিত্তিক।
- প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে ২টি সেমিস্টার থাকবে। এভাবে মোট ৪ বছরে ৮ সেমিস্টার সম্পন্ন হবে। ৮টি সেমিস্টারের জন্য প্রতিটি বিভাগে ১২৫ থেকে ১৪০ এর মধ্যে যে কোন নির্দিষ্ট অংকের ক্রেডিট নির্ধারণ করা হবে এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীকে তা সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় কেউ ডিগ্রী পাবে না।
- থিওরী কোর্সগুলোতে প্রতি ক্রেডিটে ১৫ ঘন্টা কনট্রাক্ট আওয়ার- যার মধ্যে ১৩ ঘন্টা সরাসরি ক্লাস এবং অন্য ২ ঘন্টা টিউটোরিয়াল, সেমিনার ইত্যাদি। অর্থাৎ ৩ ক্রেডিটের একটি কোর্সে ক্লাস হবে ৩৯ ঘন্টা এবং ৬ ঘন্টা আনুষঙ্গিক কাজে শিক্ষকের সংস্পর্শ পাবে ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রাক্টিক্যাল কোর্সের কন্ট্রাক্ট আওয়ার হবে থিওরী কোর্সের দ্বিগুন।
- কোন কোর্সে নির্দিষ্ট নম্বরের ৬০% থাকবে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার জন্য, বাকী ৪০% থাকবে ক্লাসের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ-যার মধ্যে আছে দুটি মিড সেমিস্টার ১০% + ১০% = ২০%, ১টি ক্লাস এসেসমেন্ট বা কুইজ টেস্ট বা এসাইনমেন্ট = ১০% এবং ১০% থাকবে ক্লাসে উপস্থিতির উপর।
- ৬০% নম্বরের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পূর্বেই ছাত্র-ছাত্রীরা ৪০% নম্বরের মধ্যে কত নম্বর পেয়েছে তা জানতে পারবে।
- ১ম সেমিস্টার থেকে ২য় সেমিস্টার এবং ২য় সেমিস্টার থেকে ৩য় সেমিস্টারে প্রমোশনের জন্য জিপিএ ২.০০ পেতে হবে। অন্যান্য সেমিস্টারে অর্থাৎ ৩য় সেমিস্টার থেকে ৮ম সেমিস্টার পর্যন্ত প্রমোশনের জন্য ২.২৫ সিজিপিএ পেতে হবে। কোন কোর্সে B বা তার কম লেটার গ্রেড অর্জন করলে ছাত্র-ছাত্রী তা উন্নয়নের জন্য পরবর্তী ব্যাচে যখন ঐ কোর্সের পরীক্ষা হবে তখন মান উন্নয়ন পরীক্ষা দিতে পারবে।
- ৪র্থ সেমিস্টার শেষে বিশেষ মান-উন্নয়ন পরীক্ষা (সংক্ষিপ্ত সেমিস্টার পরীক্ষা-১) অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল শিক্ষার্থী ১ম সেমিস্টার হতে ৪র্থ সেমিস্টার পর্যন্ত এক/একাধিক কোর্সে 'এফ' গ্রেড থাকার কারণে পূর্ণাঙ্গ ক্রেডিট অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে তারা শেষবারের মত 'এফ' গ্রেড উন্নয়নের সুযোগ পাবে অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থী 'এফ' গ্রেড সহকারে ৫ম সেমিস্টারে ভর্তির সুযোগ পাবেনা। একইভাবে যে সকল শিক্ষার্থী ৮ম সেমিস্টার পর্যন্ত এক/একাধিক কোর্সে 'এফ 'গ্রেড থাকার কারণে পূর্ণাঙ্গ ক্রেডিট অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে তারা 'এফ' গ্রেড উন্নয়নের সুযোগ পাবে।
- প্রতি বর্ষের ২য় সেমিস্টারে ১টি করে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটি যা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।
- গ্রেডিং সিস্টেমে ইউজিসি অনুমোদিত নীতিমালাই অনুসরণ করা হয়েছে।
- প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী তাদের পড়াশুনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন সমস্যার জন্য বিভাগের নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম এ্যাডভাইজারের কাছে পরামর্শ পাবে।

এছাড়াও পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষা পরিচালনা, পরীক্ষা মূল্যায়নসহ অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা রয়েছে এই সেমিস্টার রুলস-এ। ফলে একটি সুসমন্বিত নীতিমালার অধীনে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত হবে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি ২১ ফেব্রুয়ারীতে রাতের প্রথম প্রহরে

একুশের প্রথম প্রহরে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করেন।

পিলখানায় নৃশংস হত্যাকান্ডের স্মরণে শোক র‍্যালি

২৫ ফেব্রুয়ারি বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানায় নারকীয় হত্যাযজ্ঞে নিহত সেনাকর্মকর্তাদের স্মরণে ১ মার্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শোক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ উক্ত শোক র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। ইতিহাসের ঘৃণ্যতম এ হত্যাযজ্ঞে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং গভীর শোক প্রকাশ
করা হয়। শোক র‍্যালিতে বিভিন্ন অনুষদের ডীনগণ, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ফরিদা রহমান, প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোঃ জহুরুল ইসলাম, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ, শিক্ষকগণ, কর্মকর্তা-

শোক র‍্যালিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

কর্মচারী ছাড়াও হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য বলেন, এ নারকীয় হত্যাকান্ডে সমগ্র জাতির ন্যায় আমরাও শোকাভিভূত ও মর্মাহত। তিনি এ নির্মম হত্যাকান্ডের নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে তা অবিলম্বে কার্যকর করার দাবী জানান।

নতুন ৪টি ডবল ডেকার বাস সার্ভিস চালু

১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিসি)'র আরো চারটি দ্বিতল বাস সার্ভিস উদ্বোধন

ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ৪টি দ্বিতল বাস এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

করেন। উদ্বোধনকালে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত সুবিধাসহ অন্যান্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন। এ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিআরটিসি'র মোট ৮টি দ্বিতল বাস চালু করে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অ্যালামনাইদের সভা অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের (ব্যাচ-১৯৮১) অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভা ২ মার্চ রাজধানীর একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তাদির হুসেনের (মুক্তা) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন এ জেড এম সালাউদ্দিন, শেখ মজিবুল হক, ফেরদৌসি বেগম নিলু, শিরিন ফেরদৌসি, আক্তার জাহান মায়া, ইয়াসিন পাটোয়ারী মাসুদ, এ কে তারিক মিয়া, এম একে ওয়াহাব, আবুল মুনসুর, আকবর হোসেন, তুহিন মির্জা, কাজী সাব্বির আহমেদ, মৃনাল কান্তি সাহা প্রমুখ। সভায় সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

১৯ মার্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা দিবস-০৯ উপলক্ষে এক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মাননীয় ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে উপাচার্য মহোদয় বলেন, "সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর জন্ম না হলে বাংলাদেশের সৃষ্টি হত না, তার বিশেষ অবদানের জন্য আমরা আজ স্বাধীন সার্বভৌমত্ব দেশের নাগরিক হতে পেরেছি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র শহীদ রফিক উদ্দিনকে অবশ্যই যথাযথভাবে সম্মানিত করা হবে এবং তাকে সম্মানিত করা হলে আমরাও সম্মানিত বোধ করব"। তিনি আরো বলেন, "দিন বদলের পালায় আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন অংশে পিছিয়ে থাকবে না। সেক্ষেত্রে বিশ্বমানের শিক্ষা দান করা এবং শিক্ষার পরিবেশ যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকে শিক্ষক-ছাত্রসহ সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে।" বিশেষ অতিথি হিসেবে ট্রেজারার বলেন, "সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে হবে"। অনুষ্ঠানে সকল অনুষদের ডীন, রেজিস্ট্রার, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।
আলোচনা পর্বশেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক কাজী মোঃ আখতারুজ্জামান।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবর্গ

নতুন তিনটি বিভাগ চালু

৫ এপ্রিল নতুন একাডেমিক ভবনের চারতলায় মাননীয় উপাচার্য নতুন তিনটি বিভাগ- আইন, নৃবিজ্ঞান এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলামকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসানকে নৃবিজ্ঞান বিভাগ এবং ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ড. রাজ নোমানকে আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে নতুন তিনটি বিভাগের প্রতিটিতে ৩০জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।

নতুন উপাচার্য ও ট্রেজারার মহোদয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ পরিদর্শন ও মতবিনিময়

'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ধারণ হয় একাডেমিক কার্যক্রম নিয়ে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। শিক্ষকরাই হচ্ছেন

শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষকদের চেষ্টা ও সহযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নত শিক্ষায় এগিয়ে যাবে প্রথম সারিতে।'-বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকগণের সাথে মতবিনিময়কালে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর ও রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ফরিদা রহমান। এসময়ে শিক্ষকগণ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে বিভাগের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। মতবিনিময়কালে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর সবাইকে একযোগে সচেষ্ট হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি মানসম্মত ও যুগোপযোগী বিশ্ববিদালয়ের রূপদানের আহ্বান জানান।

নতুন উপাচার্য ও ট্রেজারার মহোদয় হিসাববিজ্ঞান বিভাগের কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন ও শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

সাংবাদিক সমিতি'র নির্বাচন অনুষ্ঠিত

গোলাম মোস্তফা- সভাপতি

মহিউদ্দিন আহম্মেদ- সাধারণ সম্পাদক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির ২০০৯-১০ সালের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে সভাপতি পদে গোলাম মোস্তাফা (ভোরের কাগজ) ও সাধারণ সম্পাদক পদে মহিউদ্দিন আহমেদ (জনকণ্ঠ) নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী এক বছরের জন্য তারা দায়িত্ব পালন করবেন। ১৩ মার্চ বেলা সাড়ে ১১টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাবেক সদস্য কাজী মুস্তাফিজুর রহমান। নবনির্বাচিত এ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- অর্থ সম্পাদক আখতার হোসেন (ইত্তেফাক), সহ-সভাপতি ওবায়দুল্লা খান সনি (বাংলাদেশ সময়), সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম মহসিন (বাসস) সাংগঠনিক সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম রাশিম (দেশ বাংলা), দফতর সম্পাদক জাকির হোসাইন (করতোয়া) ও সদস্য সুজাউল ইসলাম (নয়াদিগন্ত) এবং এম হাবিবুর রহমান (সংগ্রাম)। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন গণসংযোগ কর্মকর্তা সৈয়দ ফারুক হোসেন ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মোঃ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

বাঁধন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভা ও দায়িত্ব হস্তান্তর'০৯ অনুষ্ঠিত

২২ মার্চ বাঁধন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট-এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও দায়িত্ব হস্তান্তর' ০৯ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, "বাঁধন মানবতার সেবায়, মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত এমন একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানটি মানুষের জীবনকে বাঁচায়, মানুষকে নবজীবন দান করে ও মানব কল্যাণে নিজেদেরকে বিলিয়ে দেয়।" অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ফরিদা রহমান। সভাপতিত্ব করেন মোঃ হাসানুজ্জামান। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডীন, চেয়ারম্যানগণ, বাঁধন-এর শিক্ষক উপদেষ্টা মন্ডলীর সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, রক্তদাতাবৃন্দ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির সদস্যবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাঁধন-এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ও রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ফরিদা রহমান

বিদায়ী কমিটির এক তথ্যমতে, বাঁধন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় গত ২০০৮-০৯ বছরে মোট ৩,০০০ জন বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করে এবং ৯৭৮ ব্যাগ রক্ত সরবরাহ করে। নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মোঃ মকবুল হাসান (সোহান) ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আমিনুল হক (রবিন)। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য নতুন কমিটিকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ৬ষ্ঠ আন্তঃবিভাগ বির্তক প্রতিযোগিতা ২০০৯ শুরু

২৩ মার্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির উদ্যোগে ৬ষ্ঠ আন্তঃবিভাগ বির্তক প্রতিযোগিতা'২০০৯ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, "এ ধরনের বির্তক প্রতিযোগিতা ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও মননশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুক্তিতর্কের বিকল্প নেই।" অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি মোঃ সজিব মিয়া। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষদের ডীন, চেয়ারম্যানগণ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির সদস্যবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন শেষে প্রথম রাউন্ডের বির্তকের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ডিবেটিং সোসাইটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন ।

৬ষ্ঠ আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. কামরুল আলম খান-এর পাথরকুচি পাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রণালী আবিস্কার

ড. মোঃ কামরুল আলম খান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. কামরুল আলম খান পাথরকুচি পাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছেন। ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি পাথরকুচি পাতা থেকে ২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে পরীক্ষামূলকভাবে একটি LED ল্যাম্প জ্বালিয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় বড় আকারের Stone Chips Power Plant তৈরী করা যাবে। পাথরকুচি পাতা খুব সহজেই চাষাবাদ করা যায়। যে কোন স্থানে পাতা রোপণ করলেই পাথরকুচি পাতা উৎপন্ন হয়। এক একর জমিতে উৎপন্ন পাথরকুচি পাতা থেকে বছরে প্রায় ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব বলে তিনি জানান। পাথরকুচিপাতা যেখানে চাষ করা হবে সেখানে একটি Stone Chips Power Plant স্থাপন করতে হবে। পাথরকুচি পাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সংবাদটি গণমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং সরকারের উচ্চমহলে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ

অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি জাপানের সাউদার্ন মি-প্রিফেকচার এর সীমা শহরে **উপকূলীয় অঞ্চলের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা** বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন। জেএসপিএস এর আর্থিক সহযোগিতায় এই সম্মেলনে যোগদান করে তিনি **বাংলাদেশের সিডর ঘুর্ণিঝড়ের** উপর তার গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ ১৪-১৯ মার্চ পাকিস্তানের করাচির তাহকীকাত-ই ইমাম আহমদ রিযা ইন্টারন্যাশনাল' কর্তৃক আয়োজিত 'কানযুন ঈমান' কনফারেন্সে সম্মানিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

ড. অরুণ কুমার গোস্বামী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী ১২-১৪ ফেব্রুয়ারী ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লীস্থ ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত "International Seminar on Social Development and Human Civilization in 21st Century' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ড. গোস্বামী ১৮ ফেব্রুয়ারী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ১৯ ফেব্রুয়ারী ঢাকাস্থ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইতিহাস বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ইতিহাস সম্মেলনে ড. অরুণ কুমার গোস্বামী কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধের শিরোনাম 'Political Representation and Bangladeshi Women'

জনাব মো. মনিরুজ্জামান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মো. মনিরুজ্জামান Climate Change- Mitigation and Adaptation" এর উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ১-৩০ মার্চ সুইডেন-এ অবস্থান করেন। সুইডেনের নর্সোপিং শহরে অবস্থিত Swedish Metrological & Hydrological Institute (SMHI) এ উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপের খ্যাতনামা জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ উক্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব বিষয়ের উপর তিনি গবেষণা করছেন।

জনাব মোঃ সালাহ্উদ্দীন

ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ সালাহ্উদ্দীন গত ২৯-৩১ জানুয়ারি ভারতের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের *'Centre for Management Studies'* এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তার প্রবন্ধ **'Working Capital Management for Excellence in Business: A case study on Pharmaceutical Units of Bangladesh'** উপস্থাপন করেন। এ গবেষণা প্রবন্ধে তার সহযোগী লেখক ছিলেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব শাহিদুর রহমান। ইতোপূর্বে জনাব সালাহ্উদ্দীন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়সহ তার দু'টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদের বিভাগগুলোর তালিকা:

কলা অনুষদ

* বাংলা বিভাগ
* ইংরেজী বিভাগ
* ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
* ইতিহাস বিভাগ
* ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
* দর্শন বিভাগ
* আইন বিভাগ

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

* রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
* অর্থনীতি বিভাগ
* সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
* সমাজকর্ম বিভাগ
* গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
* নৃবিজ্ঞান বিভাগ

বিজ্ঞান অনুষদ

* পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
* রসায়ন বিভাগ
* প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
* উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
* পরিসংখ্যান বিভাগ
* গণিত বিভাগ
* ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
* মনোবিজ্ঞান বিভাগ

বিজনেজ স্টাডিজ অনুষদ

* হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ
* ব্যবস্থাপনা বিভাগ
* ফিন্যান্স বিভাগ
* মার্কেটিং বিভাগ

৭১-এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ভাস্কর্য পরিদর্শন করছেন সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান

সম্পাদনা পর্ষদের বক্তব্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গৌরবময় স্থান অধিকার করেছে। ফলে এর বহুমাত্রিক শিক্ষা এবং শিক্ষা কার্যক্রমের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রচার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তাই দীর্ঘদিন থেকে এ প্রতিষ্ঠানে একটি বার্তা প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভূত হয়ে আসছিল। সেই প্রয়োজনের সূত্র ধরেই **"জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা"** প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা'র বর্তমান সংখ্যায় ২০০৯-এর জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা, প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, গবেষণা, প্রকাশনা, সেমিনার, শিল্প-সংস্কৃতি ও খেলাধূলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বৈচিত্র্যময় সংবাদ ও প্রতিবেদন অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বার্তাটি প্রকাশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা দিয়ে কাজটি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছেন বার্তাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। তাঁকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি বার্তাটির পৃষ্ঠপোষক মাননীয় ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর-কে যাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এটি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অনুষদ ও বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রারম্ভিক উদ্যোগ হিসেবে এই 'বার্তা'র ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার জন্য সম্পাদনা পর্ষদ মার্জনা প্রার্থী। "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা" নিয়মিত প্রকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা আমরা কামনা করছি।

সম্পাদনা পর্ষদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ
উপাচার্য

পৃষ্ঠপোষক
অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর
ট্রেজারার

সম্পাদনা পর্ষদ
১। অধ্যাপক কাজী মোঃ আখতারুজ্জামান
ডীন, কলা অনুষদ ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ

২। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইংরেজী বিভাগ

৩। জনাব মোঃ সাহতাব উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

৪। সৈয়দ ফারুক হোসেন
গণসংযোগ কর্মকর্তা

৫। জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
প্রকাশনা কর্মকর্তা

প্রকাশক ঃ অধ্যাপক ফরিদা রহমান, রেজিস্ট্রার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ফোন ঃ ৭১১৯৭৩১, ৭১৭৪৯০১, ৭১১০৪১৫
Fax : +88-02-7113752, E-mail : registrar@jnuni.net, Website : www.jnuni.net
মূল্য ১০.০০ টাকা